জীবননগরে ধর্ষণের শিকার কিশোরীর জোরপূর্বক গর্ভপাত

জীবননগরে এক কিশোরীকে জোর পূর্বক ধর্ষণের পর ৬ মাসের গর্ভবতী হয়ে পড়ে। কিশোরীর মামাতো ভাই আলামিন কর্তৃক এ ধর্ষণের অভিযোগ তোলেন স্থানীয়রা। কিশোরীর স্বাজনরা জোর করে গ্রাম্য ডাক্তারের কাছে নিয়ে ওষুধ খাইয়ে গর্ভপাত ঘটায়। শনিবার দুপুরে পুলিশ ভূমিষ্ঠ হওয়া মৃত ছেলে নবজাতকটি কে উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে প্রেরণ করা হয়েছে।

জীবননগর উপজেলার সীমান্ত ইউনিয়ানের গোয়ালপাড়া গ্রামের এক কিশোরী (১৭) বেশ কয়েক বছর ধরে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার মিনাপাড়ার দিপুর বাড়িতে গৃহকর্মী হিসাবে কাজ করে। কিশোরীর বাবা মারা যাওয়ার পর মা ও তিন বোন মামার বাড়িতে থাকতো। গত রোজার ঈদে কিশোরী ঈদে বেড়াতে আসে মায়ের কাছে।

এ সময় মামাতো ভাই আলামিন ঈদের পরের দিন রাতে জোর পূর্বক তাকে বাড়ির পাশে একটি বাগানে তুলে নিয়ে যায়। সেখানে ইচ্ছার বিরুদ্ধে ধর্ষণ করে কিশোরীকে। কয়েক দিন রাতে কিশোরীকে ঘরে একা পেয়ে আলামিন ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ করে স্থানীয়রা।

কিশোরী কুষ্টিয়ায় অসুস্থ্য হয়ে পড়লে তার মা বৃহস্পতিবার সন্ধায় গ্রামে নিয়ে আসেন। পরে গ্রাম্য ডাক্তার সামসুল হুদার কাছে নিলে গর্ভপাতের জন্য ওষুধ খাইয়ে দেয়। শুক্রবার রাতে কিশোরী বাড়িতে গর্ভপাত হলে স্থানীয়রা বিষয়টি জানতে পারে। ভূমিষ্ঠ হওয়া মৃত নবজাতকটি কে পরিবারের সদস্যরা সরিয়ে ফেলতে চাইলে স্থানীদের বাধার মুখে পড়ে। কিশোরীর মা, মামা-মামী গ্রামে প্রচার করতে থাকে কুষ্টিয়া থেকে এ ঘটনা ঘটেছে।

এ ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত আলামিন গা ঢাকা দেয়। স্থানীয়রা বলছেন, ঘটনার সাথে জড়িতেদের দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি হোক।

৪নং সীমান্ত ইউপি চেয়ারম্যান মঈন উদ্দিন ময়েন বলেন, গোয়ালপাড়া গ্রামে কুমারী মেয়ের পেটে বাচ্ছার বিষয়টি আমি শুনে ঘটনা স্থানে যায়। সেখানে যেয়ে দেখি বাচ্ছাটি মারা গেছে। আমি বিষয়টি জীবননগর থানা পুলিশকে বললে ঘটনা স্থানে পুলিশ ছুটে আসে। তবে এ ঘটনার সাথে যেই জড়িত থাকুক না কেন আমি তার শাস্তি চাই।

জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, গোয়ালপাড়া গ্রামে কুমারী মেয়ের বাচ্ছা জন্ম দেওয়া এবং তাকে হত্যার বিষয়টি শুনেছি। এ ঘটনায় পুলিশ ঘটনা স্থানে যেয়ে বাচ্ছাটির মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা মর্গে পাঠানো হয়েছে।

জীবননগরে ধর্ষণের বিরুদ্ধে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভা

সারাদেশে ধর্ষণ রুখে দাও স্লোগানে জীবননগরে মুসুল্লিদের উদ্যোগে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার জুম্মার নামাজের শেষে শহরের প্রতিটি মসজিদের মুসুল্লিগণ একত্রিত হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে জীবননগর বঙ্গবন্ধু উন্মুক্তমঞ্চের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, জীবননগর পৌর শহরের বিভিন্ন সুধী, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্য, সাংবাদিক, সমাজসেবক, জনপ্রতিনিধি সহ সকল শ্রেনী পেশার মানুষ এ মানববন্ধন অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহন করেন।

এ সময় বক্তারা নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ, সিলেটের এমসি কলেজসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তের নারী ধর্ষণ, নারীর শ্লীলতাহানি, নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন এবং ধর্ষকের কঠোর বিচার চেয়ে বক্তব্য প্রদান করেন জীবননগর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের খতিব মাওলানা আবুজার গেফারী, পান বাজার মসজিদের খতিম মাওলানা সাইফুল্লাহ, উপজেলা জামে মসদিরে খতিব হাফেজ মিজানুর রহমান, বাসষ্ট্রান্ড মসজিদের খতিব আক্তারুজ্জামান সহ কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের সভাপতি সাইদুর রহমান, কামরুজ্জামান বিদ্যুৎ, আশাদুল হক প্রমুক।

মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভায় দল মত নির্বিশেষে ধর্ষণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান রাখেন সেই সাথে ধর্ষণ বন্ধে তারা আইনের কঠোর প্রয়োগ ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

আলমডাঙ্গায় ধর্ষনের প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের মানববন্ধন

দেশের বিভিন্ন স্থানে লাগামহীম ধর্ষনের প্রতিবাদে ‘পাবলিক ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন অব আলমডাঙ্গা উপজেলা’ মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে।

গতকাল বুধবার আলমডাঙ্গার আল তায়েবা মোড়ে বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া শিক্ষার্থী ও সাধারন জনগণ মানববন্ধনে অংশ নেন। সমাবেশে প্রতিবাদি বক্তারা ধর্ষনে অভিযুক্ত ধর্ষকদের সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান রেখে আইন প্রনয়নেরও আহবান জানান।

ধর্ষনের প্রতিবাদে ‘পাবলিক ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন অব আলমডাঙ্গা উপজেলা’ মানববন্ধনের আয়োজন করলেও এতে সব ধরনের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও সাধারন জনগণ অংশ নিয়ে প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠেন। তারা ধর্ষনে জড়িত ধর্ষকদের সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করতে সরকারের প্রতি আহবান জানান। প্রয়োজনে ধর্ষকদের শাস্তি যাবজ্জীবন থেকে বাড়িয়ে মৃত্যুদন্ডের বিধান রেখে আইন পাশ করারও আহবান জানান।

মানবন্ধনে অংশ নেন আলমডাঙ্গা উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্র এ্যাডভোকেট সালমুন আহমেদ ডন, বাদল স্মৃতি একাডেমীর প্রধান শিক্ষক সুরুল ইসলাম দীপু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নাঈম হাসান অয়ন, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সজল আহমেদ টগর, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নাহিদ তমাল রোমান, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সাইফুল ইসলাম সাফি, সাস্টেও ছাত্র আকিব লাম, আসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সুমাইয়া তাবাস্সুম তিয়া, ব্রাইট মডেল স্কুলের পরিচালক জাকারিয়া হিরো, আনিসুজ্জামান রিমন।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মুসাব ইবনে শাফায়াত।

জীবননগরে সুপেয় বিশুদ্ধ পানির প্লান্ট স্থাপনের উদ্বোধন

জীবননগরে আর্সেনিক ও আয়রণ মুক্তকরণ প্লান্ট স্থাপনের উদ্বোধন করা হয়েছে। গতকাল বুধবার সকাল সাড়ে ১১টার সময় জীবননগর থানা সরকারি পাইলট মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে আর্সেনিক ও আয়রণ মুক্তকরণ প্লান্ট স্থাপনের উদ্বোধন করা হয়।

ইম্প্যাক্ট ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের আয়োজনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে বিদ্যালয়ের শিক্ষকও ছাত্রীদের সুপেয় বিশুদ্ধ পানির প্লান্ট স্থাপনের উদ্বোধন করেন জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান হাফিজ।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার এস এম মুনিম লিংকন, উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী, ইম্প্যাক্ট ফাউন্ডেশনের প্রশাসক ডা. শফিউল কবির, প্রজেক্ট ম্যানেজার মিজানুর রহমান, কোঅডিনেশন ম্যানেজার রফিকুল ইসলাম, জীবননগর উপজেলা ম্যানেজার মাসুদ হোসেন, দামুড়হুদা উপজেলা ম্যানেজার হাবিবুর রহমান, জীবননগর ফিল্ট অর্গানাইজার রাজন আহম্মেদ, দামুড়হুদা ফিল্ট অর্গানাইজার জেসমিনা খাতুন, জীবননগর থানা সরকারি পাইলট মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক যাদব কুমার প্রমাণিক প্রমুখ।
অনুষ্ঠানটি সার্বিক পরিচালনা করেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক সালাউদ্দিন কবির।

জীবননগরে সেচ্ছাশ্রমে নির্মিত

সাঁকো উদ্বোধন করলেন পুলিশ সুপার

জীবননগরে সেচ্ছাশ্রমে নির্মিত মিত্রতা বাঁশের তৈরি সাকো উদ্বোধন করা হয়েছে। গতকাল বুধবার বিকাল সাড়ে ৫টার সময় দত্তনগর রোডের শাপলাকলি পাড়ায় জীবননগর সেচ্ছাসেবী সংগঠন ইয়ুথ এ্যাসেম্বীল এর সদস্যদের সেচ্ছাশ্রমে সাধারন মানুষের যাতায়াতের জন্য নির্মিত মিত্রতা বাঁশের সাকো উদ্বোধন করা হয়েছে।

জীবননগর ইয়ুথ এ্যাসেম্বীল এর সভাপতি মিঠুন মাহমুদের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে মিত্রতা বাঁশের সাকো উদ্বোধন করেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম।

তিনি বলেন, আজকের যুবকরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ, মাদক মুক্ত সমাজ গঠন করতে যুবকদের কোন বিকল্প নেই। সমাজে ছোট ছোট ভালো কাজ করলেও অনেকে উপকৃত হবে। অসহায় মানুষের পাশে থাকা, সচেতনমূলক আলোচনা করা একটি মহতী উদ্যোগ। সমাজে ভালো কাজ করতে গেলে অনেক বাধা বিপত্তি আসবে, সেগুলো পিছনে ফেলে সামনের দিকে এগিয়ে যেয়ে কাজটি সফল করাই মুল লক্ষ থাকতে হবে। ভালো কাজে সব সময় পাশে আছি এবং থাকবো।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান হাফিজ, জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী, জীবননগর থানার ওসি তদন্ত ফৈরদৌস ওয়াহিদ, জীবননগর থানার ওসি অপারেশন মোল্লা সেলিম, জীবননগর পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি মুন্সী নাসির উদ্দিন, মাজেদুল ইসলাম মিল্টন, মফিজুল ইসলাম সহ উপস্থিত ছিলেন ইয়ুথ এ্যাসেম্বীল এর সদস্য স্বর্ণা, লাবনী, তুহিন, ঐশ্বর্য সাহা প্রিয়া, সাদিয়া, নিশান, রমজান, সেলিম, বাপ্পি, মিম, প্লাবন প্রমুখ।

জীবননগর হাসাদাহে ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে বিভিন্ন সংগঠনের মানববন্ধন

সারা দেশে চলমান ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে জীবননগর হাসাদাহে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ‘সহযাত্রী’-সহ বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে গতকাল বুধবার সন্ধ্যা সাতটায় হাসাদাহ বাসস্ট্যান্ডে এ মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

হাসাদাহ ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি সাবেক ইউপি সদস্য জুম্মাত আলী মন্ডলের নেতৃত্বে মানববন্ধনে বক্তব্য দেন হাসাদাহ প্রেসক্লাবের সভাপতি ও জাতীয় সাংবাদিক সংস্থা খুলনা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মতিয়ার রহমান।

মানববন্ধনে অংশ নেন ৫ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি শুকুর আলী, আওয়ামী লীগ নেতা মাহবুব আলম, হাসাদাহ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান রিপন, সাংগঠনিক স¤পাদক বদরুজ্জামান শ্যামল, প্রচার ও প্রকাশনা স¤পাদক আল-আমিন।

‘সহযাত্রী’ সংগঠনের পক্ষে সহ-সভাপতি তানজিনা আক্তার, সাধারণ সম্পাদক সাব্বির হোসেন সোহাগ, সাংগঠনিক সম্পাদক আল মামুন, শিশু বিষয়ক সম্পাদক আকিমুল ইসলাম, সদস্য সচিব আজিজুল হাকিম তাজু, ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক নাহিদুজ্জামান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক মেহেদী হাসান, সদস্য শীলন, দিগন্ত, সাইদুর, জিহাদ, রাশেদুল, শাকিল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও এ কর্মসূচির সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে মানববন্ধনে সাধারণ জনগণ অংশ নেন। মানববন্ধন শেষে সংগঠনের সদস্যরা মোমাবাতি জ্বালিয়ে ধর্ষকদের ফাঁসির দাবিতে হাসাদাহ বাজারে বিক্ষোভ মিছিল বের করে।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, দেশে গণধর্ষণ ও নারী নির্যাতন বেড়েই চলেছে। দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হওয়ায় অপরাধ ক্রমেই বাড়ছে। আমরা দোষীদের আইনের আওতায় এনে কঠিন শাস্তির জন্য সরকারের

কাছে দাবি জানাচ্ছি।

ডাউকি ইউপির উপ নির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থী নাজমুলের গন সংযোগ

আলমডাঙ্গা উপজেলার ৯ নং ডাউকি ইউনিয়ন পরিষদের উপ- নিবার্চনের স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থী নাজমুল হুসাইন দিনভর জনসংযোগ করেছেন। সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত তার নির্বাচনীয় এলাকায় গনসংযোগ করেন।

আনারসের প্রতীক নিয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী নাজমুল হুসাইন তাঁর সমর্থিত নেতাকর্মীদের সাথে নিয়ে ইউনিয়নের ডাউকি, বসকিপুর ও বিনোদপুর এলাকার সাধারণ ভোটারদের কাছে তাঁর ভোটের প্রতীক আনারস মার্কায় ভোট ও দোয়া কামনা করেন।

শিক্ষিত, সৎ, যোগ্য, নির্ভিক তরুন এই নেতাকে চেয়ারম্যান প্রার্থী হিসেবে পেয়ে সাধারণ ভোটাররাও উচ্ছাসিত। তরুন উদীয়মান এই নেতা সাধারণ ভোটারদের মাঝে ব্যাপক গ্রহনযোগ্যতা পেয়েছে।

চেয়ারম্যান প্রার্থী নাজমুল হুসাইন বলেন, সাধারণ মানুষ আমাকে ভালোবাশে। তাদের ভালোবাশায় আমার সম্বল। ভোট যদি সুষ্ঠু হয় আমি আশা করছি আনারসের জয় হবে। হাজার বছর পুরনো হলেও বয়স তার এক মাস

জীবননগরে জাতীয় জন্মনিবন্ধন

দিবস পালিত

জীবননগরে জাতীয় জন্মনিবন্ধন দিবস উপলক্ষে র্যালী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১১টার সময় জীবননগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে জাতীয় জন্মনিবন্ধন দিবস উপলক্ষে উপজেলা চক্তর থেকে একটি র্যালীবের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে উপজেলা পরিষদের হলরুমে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার এস এম মুনিম লিংকনের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান হাফিজ।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী,সীমান্ত ইউপি চেয়ারম্যান মঈন উদ্দিন ময়েন,হাসাদহ ইউপি চেয়ারম্যান রবিউল ইসলাম বিশ্বাস প্রমুখ।

জীবননগরে ধর্ষণের বিরুদ্ধে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত

সারাদেশে ধর্ষণ রুখে দাও স্লোগানে জীবননগরে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ইয়্যুথ এ্যাসেম্বলীর উদ্যোগে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। মানববন্ধনে ইয়্যুথ এ্যাসেম্বলীর সাথে যোগ দিয়েছেন আরো স্থানীয় স্বেচ্চাসেবী সংগঠন।

গতকাল মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯টার সময় জীবননগর বঙ্গবন্ধু উন্মুক্তমঞ্চের সামনে প্রধান সড়কে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। ইয়্যুথ এ্যাসেম্বলির জীবননগর শাখার সভাপতি সাংবাদিক মিথুন মাহমুদের সভাপতিত্বে মানববন্ধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্য, সাংবাদিক, সমাজসেবক, জনপ্রতিনিধিরা।

এ সময় বক্তারা নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ, সিলেটের এমসি কলেজসহ দেশের

বিভিন্ন প্রান্তের নারী ধর্ষণ, নারীর শ্লীলতাহানি, নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন এবং ধর্ষকের কঠোর বিচার চেয়ে বক্তব্য প্রদান করেন জীবননগর প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক এম. আর বাবু, জীবননগর সাংবাদিক সমিতির সভাপতি জাহিদুল ইসলাম বাবু, জীবননগর উপজেলা লোকমোর্চার সাধারন সম্পাদক আবু মোঃ আব্দুল লতিফ অমল, উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েশা সুলতানা লাকী, সাংবাদিক আকিমুল ইসলাম,

জহিরুল ইসলাম কাজী শামসুর রহমান, মাজেদুল ইসলাম, মফিজুল ইসলাম , মহিলা নেন্ত্রী রেনুকা আক্তার এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন ইয়্যুথ এসেম্বলীর জেলা সমন্বয়কারী আব্দুস সালাম, সদস্য স্বর্ণা, লাবনী ও নিশান, রাজিব হোসেন, বন্ধু রক্তদান কেন্দ্রের ঐশ^র্যসাহা প্রিয়া, আব্দুল্লাহ, শাকিল হাসান, তালহা ফাউন্ডেশনের জুবায়ের আহমেদ, এফএসডিওর সভাপতি তুহিনুজ্জামান, পিবিআরবির সভাপতি সাদিয়া খাতুন,স্বপ্ন ছোয়া সংগঠনের জসিম উদ্দিন, লোকমোর্চার সমন্বয়কারী আব্দুল আলীম সজল, ইয়্যুথ এসেম্বলীর জীবননগর উপজেলার সমন্বয়কারী লিটন উপস্থিত ছিলেন।

মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভায় দল মত নির্বিশেষে ধর্ষণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান রাখেন সেই সাথে ধর্ষণ বন্ধে তারা আইনের কঠোর প্রয়োগ ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

মেহেরপুরে ধর্ষণের বিরুদ্ধে মিছিলে পুলিশের বাধা

“সুস্থ সমাজের কীট ধর্ষকদের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠো বাংলাদেশ” এই স্লোগানকে সামনে রেখে ধর্ষণের ঘটনায় জড়িতদের ফাঁসির দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করে। মিছিলটি মেহেরপুর পৌরসভার সামনে পৌঁছালে মেহেরপুর জেলা পুলিশের বাধায় বিক্ষোভ মিছিল টি বন্ধ করে দেয় ইসলামী যুব আন্দোলন।

মঙ্গলবার বিকালে মেহেরপুর জেলা ইসলামী আন্দোলনের সভাপতি মুফতি

হুজাইফা’র নেতৃত্বে এই বিক্ষোভ মিছিলটি অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন ইসলামী যুব আন্দলনের সাধারণ সম্পাদক আরিফুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মুফতি তরিকুল ইসলাম, সহ-সভাপতি রহমতুল্লাহ এবং ইসলামী আন্দোলনের সভাপতি অধ্যক্ষ খাদেমুল ইসলাম প্রমুখ।

বিক্ষোভ মিছিলটি মেহেরপুর কোট মোড় থেকে শুরু করে পৌরসভার দিকে আসলে মেহেরপুর জেলা পুলিশের একটি টিম বিক্ষোভ মিছিল টি বন্ধ করে দেয়। তারা জানান, অনুমতি ছাড়া এ ধরনের বিক্ষোভ মিছিল করা যাবে না।

এই বিষয়ে মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ শাহ্ দারা খান ‘মেহেরপুর প্রতিদিন’কে জানান, ইসলামী যুব আন্দোলনের মিছিলটিতে পুলিশ কোনোরকম বাধাগ্রস্থ করে নাই। তারা মিছিলটি সম্পন্ন করে চলে যায়।